গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
আইন শাখা
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
www.moind.gov.bd

নম্বর: ৩৬.০০.০০০০.০৫৯.০৪.০৫৪.২১.২৬

তারিখ: ০৪ মাঘ ১৪২৯ / ১৮ জানুয়ারি ২০২৩

বিষয়: 'আয়োডিনযুক্ত লবণ বিধিমালা ২০২৩' এর প্রস্তুতকৃত খসড়ার উপর এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে ফিডব্যাক অপশনের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, শিল্প মন্ত্রণালয় হতে 'আয়োডিনযুক্ত লবণ বিধিমালা ২০২৩' শিরোনামে বিধিমালা প্রণয়নকল্পে খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। আগামী ২৬ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের মধ্যে 'আয়োডিনযুক্ত লবণ বিধিমালা ২০২৩' এর খসড়ার উপর জনসাধারণের লিখিত মতামত aslaw1@moind.gov.bd এ ই-মেইলে প্রেরণ করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের নোটিশ বোর্ডে মতামত চেয়ে খসড়ার কপি আপলোড করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: খসড়া বিধিমালা ৫ (পাঁচ) পাতা

১৮.০১.২০২৩

(মোঃ আবু বকর সিদ্দিক)
সহকারী সচিব
ফোন: +৮৮ ০২-৯৫৮৫০১৩
Email: aslaw1@moind.gov.bd

সিস্টেমস্ এনালিস্ট
শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা

অনুলিপি:

০১। উপসচিব (আইন) অধিশাখা, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা;
০২। সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০৩। অতিরিক্ত সচিব (অধি ও আইন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০৪। অফিস কপি।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ----------, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, ------- ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

এসআরও নং------আইন/২০২১। আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ০৮ নং আইন) এর ধারা ৪৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল।—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।-(১) এই বিধিমালা আয়োডিনযুক্ত লবণ বিধিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে;

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে; এবং

(৩) এই বিধিমালার বিধান লবণ উৎপাদন, আমদানি, পরিশোধন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিতরণ, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির খাদ্য প্রস্তুত, পরিবহন, বিপণন এবং বিক্রয় বা বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন এর সাথে সংশ্লিষ্টদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।-(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়-

(ক) 'আইন' অর্থ আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ০৮ নং আইন);

(খ) 'আমদানিকারক' অর্থ যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দেশে পাইকারি বা খুচরা বিক্রয় বা বিতরণের উদ্দেশ্যে বা শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো দেশ হইতে লবণ আমদানি করেন;

(গ) 'আয়োডিনযুক্ত লবণ' অর্থ নির্ধারিত মান ও আইনের ধারা-২ (১) এ বর্ণিত আয়োডিনযুক্ত লবণ;

(ঘ) 'আয়োডিনযুক্ত লবণ কারখানা' অর্থ লবণে নির্ধারিত মান ও মাত্রার আয়োডিনযুক্তকরণ কারখানা;

(ঙ) 'খাদ্য পরিষেবা প্রদানকারী' অর্থ ভোক্তার নিকট খাদ্য বিতরণ বা বিক্রয়কারী যে কোনো হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, রেস্তোরা, ফুড কোর্ট, ক্যাটারিং সার্ভিস, হাসপাতাল, ক্যান্টিন, স্ট্রীট ফুড আউটলেট ও অন্যান্য অনুরূপ কোনো খাদ্য বিক্রয় কেন্দ্র এবং ই-কমার্স এর মাধ্যমে খাদ্য পরিষেবা প্রদানকারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(চ) 'খাদ্য প্রস্তুতকারী' অর্থ লবণ ব্যবহারপূর্বক খাদ্য বা খাদ্যপণ্য প্রস্তুত বা প্রক্রিয়াকারী;

(ছ) 'নির্ধারিত মাত্রা' অর্থ আইনের ধারা ১০ (৪) এ বর্ণিত মাত্রা;

(জ) 'নিবন্ধন সনদ' অর্থ আইনের ধারা ২১ এর অধীনে প্রদত্ত সনদ;

(ঝ) 'নিধারিত মান' অর্থ কারিগরি পরামর্শক কমিটির সুপারিশক্রমে জাতীয় লবণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশী মান, নির্ধারিত মান সম্পন্ন নয় এমন ভোজ্য লবণ ভেজাল লবণ হিসাবে গণ্য হইবে;

(ঞ) 'প্যাকেট' অর্থ আইনের ধারা ২(১২) এ সংজ্ঞায়িত প্যাকেট;

(ট) 'পুনঃপ্যাকেটজাত' অর্থ বাল্ক লবণ হইতে খুচরা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্যাকেটজাত করা অথবা আয়োডিনযুক্ত লবণে নিজস্ব মোড়ক লাগানোর উদ্দেশ্যে প্যাকেটজাত করা;

(ঠ) 'পরীক্ষাগার' অর্থ এ্যাক্রিডিটেশন সনদপ্রাপ্ত অথবা আন্তর্জাতিক মান আইএসও/আইইসি ১৭০২৫ অনুসরণকারী কোনো পরীক্ষাগার;

(ড) 'পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা' অর্থ বিসিক চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা অথবা সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত কোনো কর্মকর্তা;

(ঢ) 'বিসিক' অর্থ আইনের ধারা ২(১৬) এ সংজ্ঞায়িত 'বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন';

(ণ) 'ব্যক্তি' অর্থ ধারা ২(১৯) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি;

(ত)'বিতরণকারী' অর্থ পারিশ্রমিক বা অন্য কোনো কিছুর বিনিময়ে খুচরা বিক্রেতা, ভোক্তা বা খাদ্য প্রস্তুতকারীর নিকট ভোজ্য লবণ বিক্রয় বা বিতরণকারী;

(থ) 'বাণিজ্যিক লবণ' অর্থ----------

(দ) 'ভোজ্য লবণ' অর্থ আইনের ধারা ২ এ সংজ্ঞায়িত লবণ (২০);

(ধ) 'মোড়ক' অর্থ লবণের প্যাকেটের গায়ে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের বিবরণ সম্বলিত লিখিত, মুদ্রিত বা অঙ্কিত বা আটকানো লেবেল;

(ন) 'লবণ শিল্প' অর্থ লবণ উৎপাদন, বিতরণ, পাইকারি বা খুচরা বিক্রয় বা আমদানির সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প;

(প) 'লবণ ব্যবসা' অর্থ পাইকারি বা খুচরা বিক্রয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট লবণ ব্যবসা;

(ফ) 'লবণ মার্কেট' অর্থ ভোক্তার নিকট বিক্রয়কারী যে কোনো পাইকারি বা খুচরা বিক্রয়কারী স্টোর, দোকান, মুদি দোকান, ডিপার্টমেন্ট স্টোর বা অন্য কোনো বিক্রয় কেন্দ্র; এবং

(ব) 'লবণ চাষী' অর্থ অপরিশোধিত লবণ উৎপাদনকারী।

(২) এই বিধিমালায় অন্য যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু সংজ্ঞায়িত হয় নাই, ঐ সকল শব্দ ও অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই বিধিমালায়ও উক্ত অর্থ বুঝাইবে।

৩। সাধারণ বিধান।- কোনো পাইকারি বা খুচরা বিক্রেতা যদি দেখিতে পান বা জ্ঞাত হন তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা ভোজ্য লবণ আইন ও বিধিমালার নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথভাবে আয়োডিনযুক্ত করা হয় নাই বা যথাযথভাবে প্যাকেটজাত বা মোড়কজাত নয়, তাহা হইলে উক্ত পাইকারি বা খুচরা বিক্রেতা যথাযথভাবে আয়োডিনযুক্ত করিয়া বা প্যাকেটজাত বা মোড়কজাত করিয়া পুনরায় প্রেরণ করিবার জন্য যাহার নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার নিকট ফেরত প্রদান করিবেন।

৪। ভোজ্য লবণ আয়োডিনযুক্তকরণ।-(১) পরিশোধিত ভোজ্য লবণ আয়োডিনযুক্ত করিতে হইবে।

(২) আয়োডিনযুক্ত লবণ হইবে পরিশোধিত, বাংলাদেশ মান অনুযায়ী নির্ধারিত মাত্রার আয়োডিন মিশ্রিত, পরিস্কার এবং দুর্গন্ধমুক্ত এবং মাটি, ধূলিকণা ও অন্যান্য বস্তুকণিকামুক্ত এবং ভেজালমুক্ত।

(৩) আয়োডিনযুক্ত লবণ নিম্নলিখিত মান অনুযায়ী হইতে হইবে।

(ক) অন্যূন ৯৬% ওজনের সোডিয়াম ক্লোরাইড;

(খ) অনধিক ১.০% ওজনের পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ;

(গ) অনধিক ৩.০% ওজনের, সোডিয়ামক্লোরাইড ব্যতীত, পানিতে দ্রবণীয় পদার্থ;

(ঘ) উৎপাদন পর্যায়ে ৩০-৫০ পিপিএম এবং খুচরা পর্যায়ে ২০-৫০ পিপিএম মাত্রার আয়োডিন; এবং

(ঙ) জলীয় অংশের পরিমাণ অনধিক ৬.০ শতাংশ।

(৪) আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণে কোন রং বা কোনো স্বাদগন্ধযুক্ত কোনো কিছুর মিশ্রণ ঘটানো যাইবে না।

৫। আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার।- আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ নিম্নোক্তভাবে ব্যবহৃত হইবে:

(ক) গৃহস্থালি বা রান্নার কাজে;

(খ) টেবিল সল্ট হিসেবে; এবং

(গ) বাণিজ্যিক ভোজ্য লবণ, যাহা কেবল মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণির খাদ্য প্রস্তুত বা প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহার করা যাইবে।

৬। ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারী, পরিশোধনকারী ও আয়োডিনযুক্তকারীর দায়িত্ব।-ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারী বা পরিশোধনকারী বা আয়োডিনযুক্তকারী বিক্রয় বা বিতরণ বা সরবরাহের পূর্বে আয়োডিনযুক্ত লবণের মান ও মাত্রা নিশ্চিত করিবে। এই নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ায় অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে:

(১) নিয়মিতভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়াধীন আয়োডিনযুক্ত লবণের নমুনা সংগ্রহপূর্বক আয়োডিন টেস্ট কিট অথবা সময়ে সময়ে আদেশের দ্বারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আয়োডিনযুক্ত লবণ পরীক্ষা করা;
(২) যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইতেছে কিনা বা যথাযথভাবে কার্যকর আছে কিনা তাহা নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা;
(৩) প্রতিটি ব্যাচে নির্ধারিত মান ও মাত্রায় আয়োডিন মিশ্রিতকরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা; এবং
(৪) ভোজ্য লবণ উৎপাদন, আয়োডিনযুক্তকরণ, মজুত, সরবরাহ, বিতরণ, বিক্রয়ের হিসাব সংরক্ষণ।

৭। মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণির খাদ্যে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার।-(১) মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণির যে সকল খাদ্য প্রস্তুত বা প্রক্রিয়াকরণে লবণ ব্যবহৃত হয়, ঐ সকল খাদ্যে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহার করার দায়িত্ব উক্ত খাদ্য প্রস্তুত বা প্রক্রিয়াকারীর উপর বর্তাইবে; এবং

(২) কোনো হোটেল বা রেস্তোরাঁ, ফুড কোর্ট, ক্যান্টিন বা অন্য কোনো ফুড আউটলেটে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে।

৮। খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতার দায়িত্ব।-কোনো খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতা আয়োডিনযুক্ত করা হয় নাই বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্যাকেটজাত বা মোড়কজাত করা হয় নাই এমন কোনো ভোজ্য লবণ বিক্রয় বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ, পরিবেশন বা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না।

৯। আয়োডিনযুক্ত লবণ বিক্রয় বা বিতরণের মেয়াদ।-(১) ভোজ্য লবণ আয়োডিনযুক্তকরণের তারিখ হইতে ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয় বা বিতরণের মেয়াদ হইবে সর্বোচ্চ দুই বৎসর। আয়োডিনযুক্তকরণের তারিখ হইতে দুই বৎসর অতিবাহিত হইলে তাহা মেয়াদোত্তীর্ণ হিসাবে গণ্য হইবে;

(২) বিক্রয়ের জন্য মেয়াদোত্তীর্ণ আয়োডিনযুক্ত লবণ বিক্রয় বা বিতরণ করা যাইবে না। উক্ত মেয়াদোত্তীর্ণ লবণ পুনঃআয়োডিনযুক্তকরণের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ যে বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে; এবং

(৩) আয়োডিনযুক্ত লবণ 'ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট' নীতি অবলম্বনপূর্বক বিক্রয় ও বিতরণ করিতে হইবে।

১০। ভোজ্য লবণের প্যাকেট ও মোড়ক।-(১) আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের প্যাকেট হইবে স্বচ্ছ ও ফুড গ্রেড মানসম্পন্ন। প্যাকেট যদি পলিথিন দ্বারা তৈরি হয় তাহলে পলিথিনের পুরুত্ব হইবে কমপক্ষে পঁচাত্তর মাইক্রোমিটার।
(২) নিম্নবর্ণিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে ভোজ্য লবণের প্যাকেট তৈরি করা যাইবে:
(ক) প্যাকেটটি আর্দ্রতারোধক হইবে। প্যাকেটের উপরিভাগে আর্দ্রতারোধক উপকরণ ব্যবহৃত না হইলে উহার অন্তর্ভাগে আর্দ্রতারোধক উপকরণ ব্যবহার করিতে হইবে;
(খ) প্যাকেটটি বায়ুরোধক হইবে;
(গ) প্যাকেট তৈরিতে এমন উপকরণ ব্যবহার করা যাইবে না, যাহা আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের সহিত বিক্রিয়ার ফলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে;
(ঘ) প্যাকেট তৈরিতে কেবল ফুড গ্রেড উপাদান ব্যবহার করিতে হইবে;
(ঙ) প্যাকেট তৈরিতে নন-টক্সিক উপাদান ব্যবহার করিতে হইবে;
(চ) প্যাকেট দূষণমুক্ত, অক্ষত ও অটুট অবস্থায় থাকিতে হইবে;

(ছ) দফা (গ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কারিগরি পরামর্শক কমিটির পরামর্শ ও জাতীয় লবণ কমিটির সুপারিশক্রমে সরকার প্রয়োজনবোধে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিভিন্ন ধরণের প্যাকেট তৈরির উপকরণ এবং উহাদের অনুপাত নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

(৩) ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারী, পরিশোধনকারী, আয়োডিনযুক্তকারী, উপ-বিধি (২) এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ প্যাকেটজাত ও মোড়কজাত করিয়া উহা বিক্রয়, বিপণন, বাজারজাত, গুদামজাত, বিতরণ বা প্রদর্শন করিতে পারিবে।

(৪) প্রতিটি প্যাকেটের মোড়কে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্যভাবে এবং অমোচনীয় কালি বা রং ব্যবহার করিয়া বাংলায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে:-
(ক) ভোজ্য লবণের নাম, যথা: গৃহস্থালি বা রান্নার কাজে ব্যবহার্য লবণ/বাণিজ্যিক ভোজ্য লবণ;
(খ) কেজি বা গ্রামে প্যাকেটে লবণের প্রকৃত (নিট) ওজন;
(গ) প্যাকেটজাত লবণের সর্বোচ্চ আদ্রতার মাত্রা;
(ঘ) আয়োডিনযুক্তকরণের তারিখ ও লট নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
(ঙ) বিক্রয়ের জন্য মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ;
(চ) সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনা, যথা: ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে সূর্যকিরণ মুক্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করিতে হইবে;
(ছ) আমদানিকারক ও উৎপাদনকারী দেশের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
(জ) নিবন্ধন নম্বর, ব্যাচ নম্বর এবং সনাক্তকরণ কোড;
(ঝ) সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য;
(ঞ) বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে; এবং
(ট) ভোজ্য লবণ আয়োডিন দ্বারা আয়োডিনযুক্তকরণ সম্পর্কিত ঘোষণা।

১১। ভোজ্য লবণের প্যাকেটের ওজন।- (১) আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের প্যাকেটের ওজন হইবে নিম্নরূপ:

(ক) টেবিল সল্ট কার্যে ব্যবহার্য ভোজ্য লবণের প্রতি প্যাকেটে লবণের পরিমাণ হইবে, যথাক্রমে ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম ও ২০০ গ্রাম; এবং

(খ) গৃহস্থালি বা রান্নার কার্যে ব্যবহার্য ভোজ্য লবণের প্রতি প্যাকেটে লবণের পরিমাণ হইবে, যথাক্রমে ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি, ২ কেজি, ৫ কেজি ও ১০ কেজি।

তবে শর্ত থাকে যে, বাণিজ্যিক ভোজ্য লবণ বাল্ক হিসাবে প্যাকেট করা হইলে বাল্ক প্যাকেটে লবণের পরিমাণ হইবে সর্বোচ্চ ৫০ কেজি।

১২। ভোজ্য লবণের গুণগত মান নির্ধারণ।— কারিগরি পরামর্শক কমিটির পরামর্শ ও জাতীয় লবণ কমিটির সুপারিশক্রমে সরকার সময়ে সময়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পৃথক পৃথকভাবে টেবিল সল্ট, গৃহস্থালি বা রান্নার কাজে ব্যবহার্য ভোজ্য লবণ ও বাণিজ্যিক ভোজ্য লবণের গুণগত মান নির্ধারণ করিবে।

১৩। লবণ আমদানি। পরিশোধন ও আয়োডিন দ্বারা (১)-আয়োডিনযুক্তকরণের উদ্দেশ্য ব্যতীত অপরিশোধিত ভোজ্য লবণ আমদানি করা যাইবে না;
(২) আইন ও উপ-বিধি (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো ব্যক্তি আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যতীত পরিশোধিত ভোজ্য লবণ আমদানি করিতে পারিবে না। আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী আয়োডিনযুক্ত নয় অথবা প্যাকেটকৃত নয় এমন পরিশোধিত ভোজ্য লবণ আমদানি করা হইলে তাহা জব্দ করা যাইবে;

(৩) যে কোনো পরিশোধিত ও আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের আমদানিকারক তাহার নাম ঠিকানাসহ আমদানিকৃত, পরিশোধিত ও আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের পরিমাণ, প্রকৃতি, আমদানির তারিখ, আমদানির উদ্দেশ্য ও ভোজ্য

লবণ গুদামজাতকরণের স্থান উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী আমদানির তারিখের অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে বিসিক এর নিকট প্রেরণ করিবে;

আমদানিকৃত পরিশোধিত লবণের বাংলাদেশ মান (বিডিএস) অনুযায়ী পরীক্ষণ শেষে বিসিক, কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইবে। অপরদিকে আমদানিকৃত আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মান (বিডিএস) অনুযায়ী পরীক্ষণ শেষে বিএসটিআই ছাড়পত্র প্রদান করিবে এবং ছাড়করণের জন্য কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইবে।

ব্যাখ্যা : 'আমদানির তারিখ' বলিতে আমদানিকৃত ভোজ্য লবণের বিল অব এন্ট্রি শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের তারিখকে বুঝাইবে।

(৪) ভোজ্য লবণ আমদানি সংক্রান্ত এই বিধানসমূহ সময়ে সময়ে সরকারের জারিকৃত আমদানি নীতিকে ক্ষুন্ন না করিয়া উহার অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হইবে;

(৫) আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ কেবল প্যাকেট বা বস্তায় আমদানি করা যাইবে। আমদানিকৃত ভোজ্য লবণ নির্ধারিত মান ও মাত্রার না হওয়ার ক্ষেত্রে নির্ধারিত মান ও মাত্রায় তাহা রূপান্তরের দায়িত্ব আমদানিকারকের উপর বর্তাইবে; এবং

(৬) শিল্প লবণ বাল্ক হিসাবে আমদানি করা যাইবে। তবে বস্তায় বা প্যাকেটে আমদানির ক্ষেত্রে বস্তা ও প্যাকেটের রং হইবে হলুদ এবং উক্ত বস্তা বা প্যাকেটের গায়ে 'শিল্প লবণ' লিখা থাকিতে হইবে।

১৪। জেলা লবণ ব্যবস্থাপনা কমিটি।-(১) প্রতি জেলায় একটি লবণ ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিবে। সংশ্লিষ্ট জেলার সংসদ সদস্যগণের মধ্য হইতে সরকার নির্ধারিত একজন সংসদ সদস্য উক্ত কমিটির উপদেষ্টা হইবেন। নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জেলা লবণ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে-

(ক) জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(খ) পুলিশ সুপার	সদস্য
(গ) সিভিল সার্জন	সদস্য
(ঘ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
(ঙ) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(চ) সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি/মেয়র, পৌরসভা	সদস্য
(ছ(বিএসটিআই এর জেলা পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি (জ)	সদস্য
(ঝ) জেলার লবণ উৎপাদনকারী/ব্যবসায়ী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি, যদি থাকে	সদস্য
(ঞ) লবণ মিল মালিক সমিতির একজন প্রতিনিধি , যদি থাকে	সদস্য
(ট) বিসিক এর জেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(২) বৎসরে কমিটির অন্যূন দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভাপতির পরামর্শক্রমে সদস্য-সচিব সভার আলোচ্যসূচি, তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবে;
(৩) সভাপতি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার মনোনীত কোনো প্রতিনিধি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;
(৪) কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।তবে শর্ত থাকে যে, মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না;
(৫) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতিত্বকারী দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৬) কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবে:

(ক) মনিটরিং;

(খ) আয়োডিনযুক্ত লবণের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি;

(গ) আয়োডিন দ্বারা আয়োডিনযুক্ত নয়, এমন ভোজ্য লবণ বিক্রি বন্ধে করণীয় সম্পর্কে জাতীয় লবণ কমিটির নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ঘ) আইন ও বিধির বিধান প্রতিপালন বিষয়ে জাতীয় লবণ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) জাতীয় লবণ কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন; এবং

(চ) সরকার বা জাতীয় লবণ কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

১৫। প্রান্তিক লবণ ব্যবস্থাপনা কমিটি।-(১) জাতীয় লবণ কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার-নির্ধারিত উপজেলাসমূহে প্রান্তিক লবণ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা যাইবে। সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য অথবা একাধিক সংসদ সদস্য থাকার ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত একজন সংসদ সদস্য উক্ত প্রান্তিক লবণ ব্যবস্থাপনা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন। নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রান্তিক লবণ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে; যথা:-

(ক) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
(খ) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
(গ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(ঘ) মেয়র, পৌরসভা	সদস্য
(ঙ) উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা	সদস্য
(চ) সংশিষ্ট উপজেলার নাসিব এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(ছ) উপজেলার লবণ উৎপাদনকারীদের একজন প্রতিনিধি, যদি থাকে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(জ) লবণ মিল মালিক সমিতির একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(ঝ) বিসিক এর উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(২) বৎসরে কমিটির অন্যূন দু টি'সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভাপতির পরামর্শক্রমে সদস্য-সচিব সভার আলোচ্য সূচি, তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবে;

(৩) সভাপতি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। তাহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;

(৪) কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতিত্বকারী দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন; এবং

(৬) কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবে:

(ক) জাতীয় লবণ কমিটি ও জেলা লবণ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্দেশনা পালন;

(খ) আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি;

(গ) আয়োডিনযুক্ত নয়, এমন ভোজ্য লবণ বিক্রি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(ঘ) সরকার, জাতীয় লবণ কমিটি এবং লবণ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্বসমূহ।

১৬। তদারকি ও পরিদর্শন।– (১) বিধি-১৮ এর আলোকে গঠিত কারিগরি পরামর্শক কমিটির পরামর্শ ও জাতীয় লবণ কমিটির সুপারিশক্রমে সরকার লবণ কারখানা তদারকি ও পরিদর্শন সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে;

(২) বিসিক এর কোনো কর্মকর্তা বা পরিদর্শক এবং গেজেট নোটিফিকেশনের দ্বারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কর্মকর্তা আইনের ধারা ২৯ এ বর্ণিত তদারকি ও পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারী, পরিশোধনকারী, আয়োডিনযুক্তকারী প্রক্রিয়াজাতকারী, বাজারজাতকারী, আমদানিকারক, মজুতদারি ও বিক্রয়কারী কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কারখানা, দোকান, ভান্ডার, পরিবহন বা স্থাপনায় প্রবেশ করিতে পারিবেন;

(৩) তদারকি ও পরিদর্শনের সময় প্রয়োজন মনে করিলে, উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত কর্মকর্তা বা পরিদর্শক উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান, কারখানা, দোকান, ভান্ডার, গুদাম, পরিবহন ও স্থাপনা হইতে পরীক্ষণের জন্য নমুনা হিসাবে সর্বোচ্চ ৩টি প্যাকেট সংগ্রহ ও সিলগালা করিতে পারিবে। ৩টি নমুনার মধ্যে ১টি নমুনা পরীক্ষণের জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিতে হইবে, যাহা প্রয়োজনে মামলার আলামত হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে। অপর দুইটি নমুনার একটি থাকিবে পরিদর্শন কর্মকর্তার নিকট এবং অপর নমুনাটি সিলগালাকৃত অবস্থায় সংগ্রহ স্থানে মিল মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট;

(৪) উপ-বিধি (২) অনুসারে নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত কর্মকর্তা বা পরিদর্শক সম্ভব হইলে সাক্ষীর উপস্থিতিতে উক্ত নমুনা সংগ্রহ করিবেন এবং নমুনা ভোজ্য লবণ সম্বলিত প্রতিটি প্যাকেটে সংগ্রহ স্থান, উহার মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা, সংগৃহীত নমুনার পরিমাণ, পরিশোধনকারী/ প্রক্রিয়াজাতকারী/ আয়োডিনযুক্তকারী/ বাজারজাতকারী/ আমদানিকারক/ মজুতদারি/ বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কারখানা/ দোকান/ ভান্ডার/ পরিবহন/ স্থাপনার নাম, নমুনা সংগ্রহের তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা প্রণয়ন করিবেন; অতপর উক্ত তালিকায় তিনি নিজে স্বাক্ষর করিবেন এবং কোনো সাক্ষী থাকিলে উক্ত সাক্ষীর এবং নমুনা সংগ্রহের স্থানের মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন;
তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সাক্ষী বা উক্ত মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে সেই মর্মে উক্ত তালিকায় এবং প্যাকেটে একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; এবং

(৫) উপ-বিধি (৩) অনুসারে সংগৃহীত নমুনা উক্ত পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা বা পরিদর্শক নির্দিষ্ট পরীক্ষাগার হইতে পরীক্ষা করাইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন অথবা নমুনা সংগ্রহের স্থানের মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষণ ফি প্রদান সাপেক্ষে নমুনা পরীক্ষাগার হইতে পরীক্ষার নির্দেশ দিতে পারিবেন। তবে নমুনা সংগ্রহের স্থানের মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি পরীক্ষা করাইবেন না মর্মে যুক্তিসংগত সন্দেহ থাকিলে উক্ত কর্মকর্তা বা পরিদর্শক নিজেই তাহা পরীক্ষা করাইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৭। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য।- পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ-
(১) পরিদর্শন ও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কারখানা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে পরিচয়পত্র প্রদর্শনপূর্বক প্রবেশ করিতে পারিবেন;
(২) পরিশোধনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, আয়োডিনযুক্তকারী, প্যাকেজিং, মোড়ক লাগানোর যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিতে পারিবেন;
(৩) বিক্রয়,বিপণন, সরবরাহ, বাজারজাত বা বিতরণের জন্য মজুতকৃত ভোজ্য লবণের প্যাকেট খুলিতে ও পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবে;

(৪) বিক্রয়, সরবরাহ বা বিতরণের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বা মজুতকৃত ভোজ্য লবণের নমুনা সংগ্রহ করিতে এবং উক্ত নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;
(৫) পরিশোধন, আয়োডিনযুক্তকরণ ও প্যাকেজিং প্রক্রিয়া পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং উহার সহিত সম্পৃক্ত দলিলাদি পরীক্ষা করিতে এবং উহার অনুলিপি সংগ্রহ করিতে পারিবেন;
(৬) আয়োডিনযুক্তকরণ, পরিশোধন ও প্যাকেজিং এর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ঠিকাদার, এজেন্ট, শ্রমিক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর এবং স্থাপনার মালিকের বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিতে বা জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন; এবং
(৭) যথাযথভাবে আয়োডিনযুক্ত বা প্যাকেটকৃত নয় মর্মে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার যুক্তিসংগত কারণে উক্ত ভোজ্য লবণ জব্দ করিতে পারিবেন এবং যথাযথভাবে আয়োডিনযুক্ত করা হইবে বা প্যাকেট করা হইবে মর্মে মালিক অঙ্গীকারনামা প্রদান করিলে যথাযথভাবে আয়োডিনযুক্তকরণ বা প্যাকেটকরণ এর জন্য কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ফেরত দিতে পারিবেন।

১৮। কারিগরি পরামর্শক কমিটি।-ভোজ্য লবণের মান নির্ধারণ ও আয়োডিনযুক্তকরণ বিষয়ে কারিগরি পরামর্শ প্রদানের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব এর নেতৃত্বে একটি কারিগরি পরামর্শক কমিটি গঠন করা হইবে। বিসিক উক্তরূপ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে এবং আইনের ধারা ১০ (২) এ বর্ণিত সংস্থাসমূহ ও প্রতিনিধিবৃন্দের নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হইবে।

১৯। নিবন্ধন সনদ।-(১) যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভোজ্য লবণ, শিল্প লবণসহ যে কোনো প্রকারের লবণ উৎপাদন, আমদানি, গুদামজাত, ভোক্তা পর্যায়ে পাইকারি সরবরাহ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন বা আয়োডিনযুক্তকরণ কারখানা বা অন্য কোনো লবণ কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার জন্য বিসিক হইতে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করিতে হইবে;
(২) নিবন্ধনের জন্য সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে আদেশ দ্বারা নির্ধারিত ফিসহ বিসিক কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে নিবন্ধনের আবেদন করিতে হইবে;
(৩) নতুন নিবন্ধন প্রদানের ক্ষেত্রে এবং নিবন্ধন বাতিলের ক্ষেত্রে জেলা লবণ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিতে হইবে।;

তবে শর্ত থাকে যে, নিবন্ধন নবায়নের ক্ষেত্রে জেলা লবণ কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হইবে না।
(৪) নিবন্ধন প্রদানের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সন্তুষ্ট হইতে হইবে:
(ক) উৎপাদন, আয়োডিনযুক্তকরণ, আমদানি, সরবরাহ, বিক্রয় ও বিতরণের কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা যাচাই;
(খ) আর্থিক সক্ষমতা যাচাই; এবং
(গ) জাতীয় লবণ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াদি।
(৫) নিবন্ধন সনদ সংক্রান্ত অন্যান্য নীতি ও পদ্ধতি সরকার সময়ে সময়ে আদেশের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২০। লবণ রেজিস্টার।- প্রত্যেক নিবন্ধন প্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান লবণ উৎপাদন, আয়োডিন দ্বারা আয়োডিনযুক্তকরণ, আমদানি, মজুত, সরবরাহ ও বিতরণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি তপশিলে বর্ণিত রেজিস্টারে হালনাগাদ অবস্থায় সংরক্ষণ করিবেন।

২১। আপিল দায়েরের পদ্ধতি।-(১) বিসিক কর্তৃক নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিতকরণের আদেশে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত আদেশের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন;
(২) আপিলকারীকে আবেদন ব্যক্তিগতভাবে, অথবা তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক দাখিল করিতে হইবে;
(৩) আপিল আবেদনে অন্যান্য বিবরণাদির সহিত নিম্নোক্ত বিষয়াদি থাকিবে, যথা :

(ক) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর আপিল দাখিল করিতে হইবে;
(খ) আপিলকারীর নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা;
(গ) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইতেছে উহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;
(ঘ) আপিলের পক্ষে যুক্তি ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি এবং আপিলকারী যে বিষয়ের উপর নির্ভর করেন;
(ঙ) যে প্রতিকার চাওয়া হইতেছে।
(৪) আপিল আবেদনের সহিত নিম্নোক্ত কাগজপত্রের প্রয়োজনীয় কপি সংযুক্ত করিতে হইবে:
(ক) আবেদনপত্র;
(খ) যে আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিকার চাওয়া হয়, উহার কপি; এবং
(গ) আবেদনকারীর দখলে থাকা দলিলাদির কপি, যাহার উপর তিনি নির্ভর করেন।
(৫) সময়ে সময়ে সরকার নির্ধারিত পরিমাণ কোর্ট ফি আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে;
(৬) আবেদনে বর্ণিত তথ্যাদি আবেদনপত্রের নিম্নের অংশে যাচাইপূর্বক স্বাক্ষর দ্বারা প্রত্যয়ন করিতে হইবে;
(৭) উপযুক্ত পদ্ধতিতে আপিল আবেদন দাখিল না করা হইলে সরকার আপিল আবেদন নাকচ করিতে পারিবে; এবং

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যথাযথ মনে করিলে নাকচের পূর্বে আবেদনকারীকে বিধি মোতাবেক পুনরায় আবেদন দাখিলের সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে।

(৮) আবেদন নাকচ করার ক্ষেত্রে সরকার উহার কারণ উল্লেখপূর্বক আদেশ লিপিবদ্ধ করিবে।

২২। আপিল নিষ্পত্তি।-(১) সরকার কোনো আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা :-
(ক) সংশ্লিষ্ট বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির শুনানি গ্রহণ;
(খ) রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা বা পরিদর্শণ;
(গ) অধিকতর বিবরণ বা ঘটনা তদন্ত;
(২) আপিলকারীকে শুনানির ৭ (সাত) দিন পূর্বে শুনানির তারিখ সম্পর্কে অবহিতকরণ;
(৩) আপিলকারীর শুনানির সময়ে আপিলকারী ব্যক্তিগতভাবে নিজে উপস্থিত থাকিতে পারিবে অথবা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি উপস্থিত রাখিতে পারিবেন; এবং
(৪) সচিব শুনানি ও তদন্তের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্মসচিবকে প্রদান করিতে পারিবে।

২৩। মামলা দায়েরের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।-আইন বা বিধিমালার অধীনে কোনো মামলা দায়ের করার উদ্দেশ্যে বিসিক এর কোন কর্মচারী বা পরিদর্শক এবং গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত অন্য কোনো কর্মচারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবেন।

২৪। রহিতকরণ ও সংরক্ষণ।-এই বিধিমালার কোনো বিধি, উপবিধি, অনুচ্ছেদ, উপ-অনুচ্ছেদ, কোনো বাক্য এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো আদালত কর্তৃক বাতিল বা বেআইনী বা অসাংবিধানিক বা অবলবৎযোগ্য ঘোষণা করা হইলে, বিধিমালার অন্যান্য বিধান সম্পূর্ণরূপে বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে।

২৫। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ ।- (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) ইংরেজি পাঠ এবং মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।